সংবাদ

তারিখ: 07 DEC 2015
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম: ৩

ইবির চার শিক্ষার্থী বহিষ্কার

প্রতিনিধি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীকে সাময়িক এবং একজনকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শৃঙ্খলা নিরাপত্তা কমিটির মিটিংয়ে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অপরাধে বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শরীফুল ইসলামকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করেছে প্রশাসন। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াত চক্রের হোতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের গনিতের শিক্ষার্থী রিপন আলী এবং ভর্তি জালিয়াতিতে সহায়তা করার অপরাধে বাংলা বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী সাজ্জাদ হোসেনকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী রবীন্দ্রনাথকে মারধর করার অপরাধে ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী শাহজাহান কবীর সোহেলকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শরীফুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হয়েও ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সে ২০১২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করে দ্বিতীয়বারের মতো ভর্তি পরীক্ষায় ২০১৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। পরবর্তীতে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে আবারও এইচএসসি পাস করে এবং তথ্য গোপন করে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির হোতা রিপন আলীকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে ছাত্র শৃঙ্খলা নিরাপত্তা কমিটি। এছাড়া এবছর ভর্তি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসসহ আটক করা হয় এক ভর্তিচ্ছু ছাত্রীকে। তার দেয়া তথ্য মতে, তাকে সহযোগিতা করার দায়ে বাংলা বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র মাস্টার্সের শিক্ষার্থী সাজ্জাদ হোসেনকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও গত ৫ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন শাখার কর্মচারী রবীন্দ্রনাথকে মারধরের অপরাধে ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী শাহজাহান কবীর সোহেলকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। রোববার ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্র শৃঙ্খলা নিরাপত্তা কমিটির মিটিংয়ে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মাহবুবর রহমান, ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন, আইন ও শরিয়াহ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. জহুরুল ইসলাম, ধর্মতত্ত্ব অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আবদুর রহমান আনোয়ারি।